দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
বৃহস্পতিবার
২ শ্রাবণ ১৪৩২, ১৭ জুলাই ২০২৫

NORTH SOUTH UNIVERSITY LIBRARY
1992

# বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিতে আন্তর্জাতিকীকরণ জরুরি

## —অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী

### উপাচার্য, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি দেশের প্রথম বেসরকারি এবং স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯২ সালে যাত্রা শুরু করার পর দেশে উচ্চশিক্ষার জগতে এই ইউনিভার্সিটি অনন্য মাত্রা যুক্ত করেছে এবং শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুমের বাইরে সমসাময়িক ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এখন বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিতে আন্তর্জাতিকীকরণের ওপরই জোর দিচ্ছেন উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, অবকাঠামো, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, শিক্ষার্থীদের মেধাশক্তির বিকাশে প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি, জুলাই অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থীদের ভূমিকাসহ নানা বিষয়ে সম্প্রতি দৈনিক ইত্তেফাকের সঙ্গে কথা বলেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ উপাচার্য আবদুল হান্নান চৌধুরী। তিনি বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান।

**আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম, পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধাকে এ দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিন্ন এবং অনন্য বলা হয় কেন?**

**অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী :** নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯২ সালে যাত্রা শুরুর পর আমরা এখন পর্যন্ত প্রায় ৫২ হাজার গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে পেরেছি। অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েট এখন কর্মক্ষেত্রে অনেক সফল।

নর্থ সাউথের শিক্ষাকার্যক্রম অনন্য, কারণ আমেরিকান কারিকুলামে দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় এটি। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব আরবানা-শেম্পেইন শুরুতেই আমাদের শিক্ষা কারিকুলাম তৈরিতে সহযোগিতা করেছিল। বর্তমানে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে চারটি অনুষদ রয়েছে। এসব অনুষদের অধীনে প্রায় ১৭টি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি রয়েছে এবং সমপরিমাণ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিও রয়েছে। আগামীদিন আমরা আরো কিছু অনুষদের অধীনে আরো বেশি ডিগ্রি সার্টিফিকেট দিতে পারব। বর্তমানে আমাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫ হাজার ৬০০। ফুলটাইম ফ্যাকাল্টি শিক্ষক আছেন ৫১০ জন। এর বাইরে প্রায় ৯০০ জন পার্টটাইম শিক্ষক আছেন। যারা বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এছাড়া করপোরেট জগতের শীর্ষ কর্তাব্যক্তিরাও এখানে ক্লাস নিয়ে থাকেন।

নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীদের জন্য নানা রকম সুযোগ-সুবিধা আমরা রেখেছি। যাতে তারা গতানুগতিক ক্লাসরুম শিক্ষার বাইরে অনেক ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার ও কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে যুক্ত হতে পারে। এর উদ্দেশ্য হলো—তাদেরকে একজন 'ভ্যালু এডেড বা কনভার্টেড গ্র্যাজুয়েট' হিসেবে গড়ে তোলা। এছাড়া একাডেমিক শিক্ষার বাইরে শিক্ষার্থীদের জন্য সব সময় সভা-সেমিনার আয়োজন করে থাকি। এগুলো যেমন বিষয়ভিত্তিক, তেমনি দেশের প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি এবং বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, যা শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুমের বাইরে সমসাময়িক বাস্তবভিত্তিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলে।

যারা যে বিষয়গুলোর ওপর পড়াশোনা করে, তার ওপর ভিত্তি করে আমাদের অনেকগুলো ক্লাবও রয়েছে; যেমন—সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ ক্লাব, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব, ডিবেট ক্লাব, স্পোর্টস বা গেমস ক্লাব, সিনে-ড্রামা ক্লাব। যে যেটাতে আগ্রহী, সেটার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে এখানে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা কমিউনিটিভিত্তিক বিভিন্ন কাজে যুক্ত থাকে, স্বেচ্ছাসেবী কাজেও যুক্ত থাকে। যার ফলে তারা পরিপূর্ণ দক্ষতা নিয়ে এখান থেকে বের হয়।

বর্তমানে আমাদের ২০টির মতো সেন্টার রয়েছে। এগুলোকে আমরা সেন্টার বলি, ইনস্টিটিউট বলি না। কারণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইনস্টিটিউট ব্যবহার করলে আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে অনুমতি নিতে হয়। সেটা একটা লম্বা প্রক্রিয়া। আমাদের এসব সেন্টারের মূল উদ্দেশ্য ছাত্র-শিক্ষকদের যুক্ত করে অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এগুলো ডিগ্রি দেয় না, তবে শিক্ষার্থীদের মেধাশক্তি ও দক্ষতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

**আমরা জানি যে, পূর্বাচলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস হবে, সেখানে আপনাদের কী ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে?**

**অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী :** বর্তমানে দ্বিতীয় ধাপের এই ক্যাম্পাসে ২৫ হাজার ৬০০ শিক্ষার্থী পড়ছে। কিন্তু আপনি এখানে খুব বেশি ঠাসাঠাসি বা গাদাগাদি দেখতে পাবেন না। আমরা পাশে আরো দুইটি ভবন কিনেছি। মূল ক্যাম্পাস যাওয়ার আগে এখানে আমরা আরেকটি ১০ তলা ভবন করব। আমরা তৃতীয় ধাপে পূর্বাচলে ৩৫০ বিঘা জমির ওপর আমাদের মূল ক্যাম্পাস চালুর কাজ ধরেছি। সেখানে একটি ভিশনারি ক্যাম্পাস আমরা তৈরি করতে চাই। যেটাকে 'স্টেট অব দ্য আর্থ ক্যাম্পাস' বলতে চাই আমরা। যেখানে শিল্প ও প্রযুক্তির সম্মিলন ঘটবে। এখানে ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিক কলাবরেশন থাকবে। শুধু স্থানীয় কোম্পানি নয়, বিদেশি কোম্পানিও এখানে থাকবে। যেখানে তরুণ ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

নতুন ক্যাম্পাসে প্রতিটি অনুষদের আলাদা ভবন ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে। রিসার্চ ইনসটিটিউটগুলোকে আলাদা করার চেষ্টা করা হবে। টেকনোলজি পার্ক করার চেষ্টা আমরা করব। স্পোর্টস, গেমস ও বিনোদনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেব। সর্বোপরি আমরা একটি গ্রিন ক্যাম্পাস, আধুনিক টেকসই ক্যাম্পাস করতে চাই, যেখানে কার্বন নিঃসারণশূন্য থাকবে। বিদ্যুতের ব্যবহারও কম হবে।

**দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার বিশ্ববিদ্যালয় কী করে থাকে?**

**অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী :** নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এ পর্যন্ত ৪০০ কোটি টাকার বেশি দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের শিক্ষার জন্য। তাদেরকে এখানে শুধু ভর্তি ফি দিতে হয়েছে। আর কোনো খরচ তাদের দিতে হয়নি। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ১ হাজার ৭৬০ জন সন্তানকে আমরা পড়ার সুযোগ করে দিয়েছি। এর বাইরে ক্ষুদ্র ও নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের কোটা রয়েছে।

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের আলাদা স্কলারশিপ রয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সব সময় বৃত্তি দিয়ে আসছি। এছাড়া দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদেরও আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা হয়। তাদের পারিবারিক আয়ের ওপর ভিত্তি করে আমরা সহায়তা করে থাকি। আমাদের এই সহায়তার পরিসরটাও অনেক বড়।

**আমরা জানি, জুলাই অভ্যুত্থানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কেমন ছিল?**

**অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী :** বাংলাদেশের ঐ ক্রান্তিকালে ফ্যাসিস্ট সরকারের নিপীড়ন-নির্যাতন আর জুলুমের বিরুদ্ধে দেশের তরুণ শিক্ষার্থী সমাজের সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও জেগে উঠেছিল। বলতে পারি, সে সময় নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীরা সর্ব অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছিল। শিক্ষকরাও ঐ অভ্যুত্থানের সময় সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল। গত বছরের জুলাই-আগস্ট ফ্যাসিস্ট সরকারকে উৎখাত করতে যারা আত্মত্যাগ করেছেন, তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলছি, ঐ আন্দোলনে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ৩৫০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। এই ৩৫০ শিক্ষার্থীকে আমরা অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছে।

বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়